পঞ্চম অধ্যায়

অর্থকারকের বাড়ি

খ্রীষ্টিয়ান সোজা পথে কিছুক্ষণ যাবার পর ***অর্থকারকের*** বাড়ি পেল। (পবিত্র আত্মাই হলেন অর্থকারক)। দরজায় কয়েক বার টোকা দিতে একজন জিজ্ঞেস করল, "কে?"

খ্রীষ্টিয়ান বলল, "আমি একজন পথিক। এই বাড়ির মালিকের বিশেষ পরিচিত এক ভদ্রলোক আমাকে বলে দিয়েছেন, এখানে এলে আমার মঙ্গল হবে, তাই এসেছি। ওঁর সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই।"

সংবাদ পেয়ে খানিকক্ষণ পরে বাড়ির কর্তা বেরিয়ে এলেন, এবং ***খ্রীষ্টিয়ানকে*** জিজ্ঞেস করলেন, "কি চাই"?

খ্রীষ্টিয়ান বলল, "মহোদয়, আমি ***ধ্বংস-নগর*** থেকে এসেছি, ***সিয়োন পর্বতে*** যেতে চাই। এই পথের শুরুতে সংকীর্ণ-দ্বারে ***হিতাকাঙ্ক্ষী*** নামে যে ভদ্রলোক আছেন, তিনি বলেছেন এখানে এলে আপনি আমাকে পথের মঙ্গলজনক অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় বলে দেবেন;তাই এসেছি।"

তখন ***অর্থকারক*** বললেন, "তবে এস;যাতে তোমার উপকার হয়, এমন কয়েকটা বিষয় তোমাকে দেখাই।" তার পর তিনি ভৃত্যকে বাতি জ্বালাতে ও ***খ্রীষ্টিয়ানকে*** সঙ্গে আসতে বললেন। তিনি তাকে অন্দরমহলের একটা ঘরের সামনে নিয়ে গিয়ে ভৃত্যকে দরজা খুলতে আজ্ঞা করলেন। খোলার পর ***খ্রীষ্টিয়ান*** দেখতে পেল, দেওয়ালে এক গম্ভীর বীর পুরুষের ছবি টাঙ্গানো রয়েছে। তাঁর দৃষ্টি ঊর্ধ্বদিকে, হাতে পবিত্র শাস্ত্র, মুখে সত্যের বিধান (মালাখি ২:৬) লেখা;আর তিনি জগতের প্রতি বিমুখ। তিনি এমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন, যেন সমস্ত লোকের কাছে অনুনয়-বিনয় করছেন, আর তাঁর মাথায় সোনার মুকুট।

খ্রীষ্টিয়ান তা দেখে জিজ্ঞেস করল, "মহোদয়, এর তাৎপর্য্য কী?"

অর্থকারক— এই যে ব্যক্তির ছবি দেখছ, ***তিনি*** অযুতের মধ্যে অতুলনীয়। ***তিনি*** পৌলের মত বলতে পারেন, "খ্রীষ্টিয় জীবনে আমিই তোমাদের পিতা। কারণ সুসমাচার প্রচার করে আমিই তোমাদের খ্রীষ্টের আশ্রয়ে এনেছি" (১করি. ৪:১৫)। "আমার বৎসগণ, খ্রীষ্ট যতদিন না তোমাদের মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠেন, ততদিন আমি তোমাদের নিয়ে প্রসব বেদনাতুরা জননীর মতই কষ্ট পাচ্ছি" (গালা. ৪:১৯)। এঁর দৃষ্টি স্বর্গের দিকে, হাতে পবিত্র শাস্ত্র, মুখে সত্যের বিধান লেখা;এর দ্বারা প্রকাশ পায় নিগূঢ় বিষয় জ্ঞাত হওয়া ও পাপী মানুষকে তা জ্ঞাত করা এঁর কাজ। আরও লক্ষ্য কর, ইনি জগতের দিকে পিছন করে দাঁড়িয়ে আছেন,

এবং এঁর মাথায় সোনার মুকুট, কারণ ইনি আপন প্রভুর সেবা করার জন্য বর্তমান লাভের বিষয়সমূহ মাটির ঢেলার মত তুচ্ছ মনে করেন। সুতরাং পরলোকে পুরস্কারস্বরূপে নিশ্চয়ই গৌরবে ভূষিত হবেন। সব থেকে আগে তোমাকে এই ছবি দেখালাম, কারণ এই ছবি যাঁর, তোমাকে পথের সব বিপদে-আপদে পথ দেখাবার ভার প্রভু তাঁকেই দিয়েছেন। কাজেই যা দেখালাম, যত্ন সহকারে মনে রেখো। পথে অনেকের সঙ্গে দেখা হবে, যারা পথ দেখিয়ে দেবার মিথ্যা অজুহাতে বিপথে নিয়ে যেতে চাইবে, তাদের পথে গেলে মৃত্যু অনিবার্য।

স্বপ্নে দেখলাম, ***অর্থকারক*** তার পর ***খ্রীষ্টিয়ানকে*** হাত ধরে একটা বড় ঘরে নিয়ে গেলেন; ঘরটা ধুলো-বালিতে ভর্তি, কারণ সেটা কখনও পরিষ্কার করা হয়নি। ***খ্রীষ্টিয়ান*** ঘরটার চারদিকে চেয়ে দেখছে, এমন সময় *অর্থকারক* একজন ভৃত্যকে ঘরটা ঝাঁট দিতে বললেন। ঝাঁট দিতে শুরু করলে এত ধুলো উড়তে লাগল যে, ***খ্রীষ্টিয়ানের*** দম বন্ধ হবার উপক্রম হল। কাছেই একটা মেয়ে দাঁড়িয়েছিল, ***অর্থকারক*** তাকে বললেন, "খানিকটা জল এনে ছিটিয়ে দাও।" জল ছিটিয়ে দিলে ধুলো মরে গেল, ঘরটাও বেশ পরিষ্কার হল।

তখন ***খ্রীষ্টিয়ান*** জিজ্ঞেস করল, "এর তাৎপর্য কী?" ***অর্থকারক*** বলতে লাগলেন, "খ্রীষ্টের সুসমাচারের মধুর করুণা দ্বারা যে হৃদয় পবিত্রীকৃত হয়নি, এই ঘর সেই হৃদয়ের দৃষ্টান্ত। এই ধুলো মানুষের স্বভাবজাত অপরাধ ও অন্তরের বিপথগমন, এর দ্বারা প্রত্যেক মানুষ অপবিত্র হয়ে পড়েছে। প্রথমে যে ভৃত্য ঝাঁট দিচ্ছিল, সে ***ঈশ্বরের*** বিধান; আর শেষে যে মেয়েটি জল এনে ছিটিয়ে দিল, সে সুসমাচার। আরও দেখেছ, প্রথম লোকটা ঝাঁট দেওয়া শুরু করলে শুধু ধুলোই উড়ল, ঘরটা পরিষ্কার হল না; এবং ধুলোতে তোমার দম বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল। কারণ বিধান অন্তরের পাপ দূর করে তা পবিত্র করতে পারে না, বরং পাপকে ঘাঁটিয়ে আরও বাড়িয়ে তোলে ও হৃদয়ে পাপের বাহুল্য ঘটায় (রোমীয় ৫:২০; ৭:৯ এবং ১করিন্থীয় ১৫:৫৬ দেখুন)। ঈশ্বরের ব্যবস্থার অভিপ্রায় এই, যেন মানুষ দুষ্কার্য না করে। কিন্তু মানুষ এমন ভ্রষ্ট হয়েছে যে, সেই বিধান মানে না, তাই তারা পরিত্রাণও পেতে পারে না। আবার মানুষ এমনই বিদ্রোহী হয়েছে যে, যেহেতু ঈশ্বর আজ্ঞা দিয়েছেন সেইজন্যই তা অমান্য করে। এইভাবে ঈশ্বরের বিধান দ্বারা পাপ হ্রাস না হয়ে বরং বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যখন খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাস জন্মে, তখন ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করতেও ইচ্ছে হয়। ব্যবস্থা পাপের প্রকাশ ও পাপকার্য নিষেধ করে ঠিকই, কিন্তু পাপ দমন করবার শক্তি দিতে পারে না। আবার দেখেছ, মেয়েটি জল ছিটিয়ে দেওয়াতে ঘরটা সহজে পরিষ্কার হয়ে গেল। কারণ যখন সুসমাচার মধুর ও অসামান্য শক্তি নিয়ে হৃদয়ে প্রবেশ করে, তখন মেয়েটি জল ছিটিয়ে দিলে যেমন ঘরটার ধুলো মরে গিয়েছিল, তেমনই হৃদয়ের পাপরূপ ধুলো দমন ও ধ্বংস হয়। কারণ সুসমাচারে বিশ্বাস দ্বারাই হৃদয় পরিষ্কৃত হয়, এবং ***প্রতাপের রাজার*** বাসযোগ্য হয়ে ওঠে।" যীশু বলেছেন, "আমি যেসব কথা তোমাদের বলেছি, তার দ্বারা তোমরা ইতিমধ্যে পরিষ্কৃত হয়েছ" (যোহন ১৫:৩)। ঈশ্বর বিশ্বাস

দ্বারাই তাদের চিত্ত শুচি করেছেন (প্রেরিত ১৫:৯); এর সঙ্গে দেখুন রোমীয় ১৬:২৫, ২৬; ইফিষীয় ৫:২৬।

স্বপ্নে আরও দেখলাম, ***অর্থকারক*** যেন হাত ধরে ***খ্রীষ্টিয়ানকে*** ঐ ঘর থেকে অন্য একটা ছোট ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে দুটো ছোট ছেলে দুটো আসনে বসেছিল, জ্যেষ্ঠের নাম ***অধৈর্য***, কনিষ্ঠের নাম ***ধৈর্য***। চেহারা দেখে মনে হয়, ***অধৈর্য*** অশান্ত ও অসন্তুষ্ট, এবং ***ধৈর্য*** অতি ধীর শান্ত। তখন ***খ্রীষ্টিয়ান*** জিজ্ঞেস করল, "***অধৈর্যের*** অসন্তুষ্টির কারণ কি?" ***অর্থকারক*** উত্তর করলেন, ছেলে দুটোর অভিভাবকের ইচ্ছা, যেন আগামী নতুন বছরে তাদের কয়েকটা ভাল জিনিস দেন; কিন্তু ***অধৈর্য*** দেরি করতে নারাজ, সে এখনই সব চায়; ***ধৈর্যের*** দেরিতে আপত্তি নেই।

স্বপ্নে তখন দেখলাম, একজন লোক এক তোড়া টাকা এনে ***অধৈর্যের*** পায়ের কাছে ফেলল; সে অমনি আহ্লাদে আটখানা হয়ে টাকাগুলো তুলে নিল, এবং ***ধৈর্যের*** দিকে ব্যঙ্গ ভাবে তাকিয়ে হাসল। কিন্তু দেখতে দেখতে সমস্ত টাকা শেষ হয়ে গেল; ছেঁড়া নেঁকড়া ছাড়া তার আর কিছুই রইল না। ***খ্রীষ্টিয়ান, অর্থকারককে*** এর অর্থ বুঝিয়ে দিতে অনুরোধ করল।

অর্থকারক বললেন, ছেলে দুটো দুই ধরনের লোকের প্রতীক; ***অধৈর্য*** জাগতিক লোকের, এবং ***ধৈর্য*** পারমার্থিক লোকের প্রতীক। ***অধৈর্য*** যেমন এখনই এই বৎসরেই, অর্থাৎ এই জগতেই সব কিছু উপভোগ করতে চায়, এই জগতের লোকেরাও সেই রকম। যা কিছু ভাল, এ জগতেই তারা তা পেতে চায়; আগামী বছর বা পরকাল পর্যন্ত তার অপেক্ষায় থাকতে পারে না। ***অধৈর্য*** "মাঠের বিশ কাহন অপেক্ষা গোলার এক কাহন ভাল" প্রবাদটা মেনে চলে, কিন্তু স্বর্গীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে ঈশ্বরীয় বাণী ও নির্দেশ মানে না। এইমাত্র দেখেছ, সমস্ত টাকা-পয়সা সে কেমন মুহূর্তে উড়িয়ে দিল, কয়েকটা ছেঁড়া নেঁকড়া ছাড়া তার আর কিছু থাকল না। এই ধরনের সমস্ত লোকের দশা জগতের শেষে এই রকমই হবে।

খ্রীষ্টিয়ান বলল, "তা হলে, বলতে হবে ***ধৈর্য*** লক্ষণগুণে বুদ্ধিমান। প্রথমত, সে ভাল কিছু পাবার আশায় ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করে। দ্বিতীয়ত, যখন ***অধৈর্যের*** খানকতক ছেঁড়া নেঁকড়া ছাড়া আর কিছু থাকবে না, তখন সে তার প্রাপ্য গৌরবে ভূষিত হবে।"

অর্থকারক— আরও একটা কারণ আছে; পরকালের গৌরবের ক্ষয় নেই, কিন্তু এ জগতের টাকা-পয়সা আজ আছে, কাল নেই। সুতরাং আকাঙ্ক্ষিত বস্তু আগে পেয়ে ***অধৈর্য*** যে ***ধৈর্যকে*** উপহাস করেছিল, তা ঠিক হয়নি। কেননা ***ধৈর্য*** যখন শেষে নিজের আকাঙ্ক্ষিত বিষয় পাবে, তখন ***অধৈর্যই*** উপহাসের পাত্র হবে। যা কিছু দ্রুত জগতে লাভ করা যায়, তা এ জগতেই দ্রুত শেষ হয়ে যায়। কিন্তু যা কিছু পরিসমাপ্তিতে পাওয়া যায়, তা চিরস্থায়ী। কারণ পরিসমাপ্তির পর আর কিছু ঘটবার সম্ভাবনা থাকে না। আবার যে ব্যক্তি প্রাপ্য অংশ আগেই পেয়ে যায়, সে তা ব্যয় করতেও প্রচুর সময় পায়, কিন্তু যে প্রাপ্য অংশ অন্তিমলগ্নে

পাবে, তার পক্ষে তা চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। এইজন্য ধনবান ব্যক্তির বিষয়ে লেখা আছে, "বৎস . . . বেঁচে থাকতে তুমি কত ভাল ভাল জিনিস ভোগ করেছ, আর এই লাসার তেমনই কষ্ট পেয়েছে; তাই এখানে সে এখন সুখে আছে, আর তুমি যন্ত্রণা পাচ্ছ" (লুক ১৬:২৫)।

খ্রীষ্টিয়ান— তা হলে, জাগতিক বিষয়ে লোভ করা ভাল নয়, পারমার্থিক বিষয়ের প্রত্যাশায় থাকা ভাল।

অর্থকারক— ঠিক বলেছ। কারণ দৃশ্যমান সব কিছুই ক্ষণস্থায়ী, যা দৃষ্টির অতীত তা-ই শাশ্বত (২করিন্থীয় ৪:১৮)। তবুও জাগতিক সুখ আর মানুষের ইন্দ্রিয় লালসার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ বলে সহজেই উভয়ের মধ্যে ভাব জমে ওঠে। আবার এ দিকে দেখ, পারমার্থিক সুখ আর ইন্দ্রিয় লালসার সঙ্গে কোন সম্বন্ধই নেই, সুতরাং এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য চিরকাল বিরাজমান।

স্বপ্নে আরও দেখলাম, ***অর্থকারক*** হাত ধরে ***খ্রীষ্টিয়ানকে*** আর একটা ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে দেওয়ালের কাছে এক জায়গায় আগুন জ্বলছে, আর একজন লোক আগুন নেভাবার জন্য জল ঢেলে যাচ্ছে, কিন্তু আগুন নিভছে না, বরং সতেজে জ্বলে উঠছে।

খ্রীষ্টিয়ান জিজ্ঞেস করল, "মহোদয়, এর তাৎপর্য কী?" ***অর্থকারক*** উত্তরে বললেন, "ঈশ্বরের আত্মা মানুষের অন্তরে যে কার্য সাধন করেন, এই আগুন তার নিদর্শন;আগুন নিভিয়ে ফেলবার জন্য যে জল ঢালছে, সে ***শয়তান***। কিন্তু জল ঢাললেও আগুন না নিভে কেন আরও তেজে জ্বলে উঠছে, তুমি নিশ্চয় তার কারণ জানতে চাও;আমার সঙ্গে এস দেখবে।"

এই বলে ***অর্থকারক*** তাকে দেওয়ালের অন্য দিকে নিয়ে গেলেন। সেখানে একজন লোক তেলের পাত্র হাতে নিয়ে সেই আগুনে অবিরাম তেল ঢেলে চলেছেন। তা দেখে ***খ্রীষ্টিয়ান*** জিজ্ঞেস করল, "মহোদয়, এর অর্থ কী?"

অর্থকারক বললেন, "তেলের পাত্র হাতে যাকে দেখছ, তিনি স্বয়ং ***খ্রীষ্ট***। মানুষের অন্তরে যে কাজ শুরু হয়েছে, অবিরত অনুগ্রহরূপ তেল ঢেলে তিনি তা রক্ষা করে চলেছেন। এই জন্য ***শয়তান*** হাজার বাধা সৃষ্টি করলেও বিশ্বাসীর অন্তরে অনুগ্রহের কাজ সব সময় জীবন্ত থাকে। লেখা আছে, "আমার অনুগ্রহই তোমার পক্ষে যথেষ্ট;যেখানে দুর্বলতা, সেখানেই আমার শক্তি পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়" (২করিন্থীয় ১২:৯)। আর দেখছ, আগুন জ্বালিয়ে রাখবার জন্য ইনি দেওয়ালের পেছন দিকে দাঁড়িয়ে আছেন, এর দ্বারা বোঝা যায়, পরীক্ষিত ব্যক্তির অন্তরে, অনুগ্রহের কার্য কীভাবে চলতে থাকে, তা তার পক্ষে জানা সহজ নয়।"

স্বপ্নে আরও দেখলাম, ***অর্থকারক*** হাত ধরে ***খ্রীষ্টিয়ানকে*** এক অতি মনোরম স্থানে নিয়ে গেলেন। সেখানকার চমৎকার অট্টালিকা দেখে ***খ্রীষ্টিয়ান*** খুবই আনন্দিত হল। সে দেখতে পেল, অট্টালিকার ছাদে স্বর্ণবস্ত্র পরিহিত কয়েকজন লোক বেড়াচ্ছেন;***খ্রীষ্টিয়ান*** তখন জিজ্ঞেস করল, "মহোদয়, ওখানে কি যাওয়া যায় না?"

অর্থকারক হাত ধরে তাকে অট্টালিকার দরজার দিকে নিয়ে গেলেন। ***খ্রীষ্টিয়ান*** দেখল, অনেক লোক ভিতরে যাবার আশা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু প্রবেশ করতে সাহস হচ্ছে না। সে আরও দেখল, যারা প্রবেশ করছে, তাদের নাম লিখে নেবার জন্য একজন লোক দরজার খানিকটা দূরে খাতা-কলম নিয়ে বসে আছে। আবার যারা প্রবেশ করতে চায়, তাদের যথাসম্ভব ক্ষতি করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কতকগুলো লোক অস্ত্র হাতে প্রবেশ-পথে দাঁড়িয়ে আছে। ***খ্রীষ্টিয়ান*** তা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। অবশেষে, সবাই যখন অস্ত্রধারীদের ভয়ে পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তখন একজন খুব সাহসী লোক সোজা 'খাতা-কলম নিয়ে বসে-থাকা' লোকটার কাছে গিয়ে বলল, "মশাই, আমার নামটা লিখে নিন।" নাম লেখা হয়ে গেলে, সে তরোয়াল খুলে ও মাথায় শিরস্ত্রাণ দিয়ে, দরজার কাছের অস্ত্রধারী লোকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তারাও তাকে সাংঘাতিকভাবে আক্রমণ করল। কিন্তু সে বিন্দুমাত্র নিরুৎসাহ না হয়ে দুহাতে তরোয়াল চালিয়ে এগিয়ে চলল। নিজে অনেক আঘাত পেয়ে এবং পথ-আটকে দাঁড়িয়ে থাকা লোকদেরও যথেষ্ট আহত করে, পথ করে নিয়ে সবলে অট্টালিকায় প্রবেশ করল। "ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে হলে আমাদের বহু দুঃখ, যন্ত্রণা, নির্যাতন পার হয়ে যেতে হবে" (প্রেরিত ১৪: ২২)। ফলে, যাঁরা ভিতরে অর্থাৎ ছাদের উপর ছিলেন, তাঁরা মধুর স্বরে গাইতে লাগলেন—

"এস, এস, ত্বরা প্রাসাদের ভিতর,
অক্ষয় গৌরব লাভ করবে সত্বর"।

এইভাবে অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করে এই ব্যক্তিও সেখানকার বাসিন্দাদের মত সুবর্ণবস্ত্র পরিহিত হল। তখন ***খ্রীষ্টিয়ান*** হাসতে হাসতে বলল, "মনে হয় আমি এর অর্থ জানি" এবং বিনীতভাবে বলল, "তবে এখন আমাকে বিদায় দিলে ভাল হয়।"

অর্থকারক— না, আরও একটু অপেক্ষা কর, আরও কিছু দেখবার আছে।

তার পর হাত ধরে তিনি তাকে একটা অন্ধকার ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে লোহার খাঁচার মধ্যে একজন মানুষ বসে ছিল। দেখে বোঝা যাচ্ছিল, সে মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েছে; হাত গুটিয়ে মাথা নিচু করে বসে কেবলই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছে। তার দীর্ঘশ্বাস যেন হৃদয়ের গভীরতম স্থান থেকে বেরিয়ে আসছে। এই অবস্থা দেখে ***খ্রীষ্টিয়ান*** জিজ্ঞেস করল, "এর অর্থ কী?" ***অর্থকারক*** বললেন, "ওর সঙ্গে কথা বলে দেখ না?"

তখন ***খ্রীষ্টিয়ান*** লোকটাকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কে?"

সে বলল, "আমি? আমি যা ছিলাম না, আমি এখন তা-ই"।

খ্রীষ্টিয়ান— আগে তুমি কি ছিলে?

নিরাশ— এক সময়ে আমি নিজের ও অপরের দৃষ্টিতে একজন ঈশ্বরভক্ত লোক ছিলাম; মনে করতাম, স্বর্গপুরীর পথেই আছি, মন সব সময় সেখানে পৌঁছবার আনন্দে পূর্ণ থাকত।

— "পাথুরে জমির দৃষ্টান্ত দিয়ে তাদেরই বিষয়ে বলা হয়েছে, যারা ঈশ্বরের বাক্য শুনে

আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে, কিন্তু এদের ভিত্তি দৃঢ় নয়, এদের বিশ্বাস ক্ষণিকের। পরীক্ষা প্রলোভনের সম্মুখীন হলেই এরা পিছিয়ে পড়ে" (লুক ৮:১৩)।

খ্রীষ্টিয়ান— কিন্তু এখন তোমার অবস্থা কেমন?

নিরাশ— এখন বড়ই নিরাশ; এই খাঁচায় যেমন, নিরাশায় তেমনই আবদ্ধ হয়ে আছি, বের হতে পারছি না। দুর্ভাগা আমি, বেরোবার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছি।

খ্রীষ্টিয়ান— তোমার এমন দশা ঘটল কি করে?

নিরাশ— আমি জাগ্রত ও সতর্ক থাকা পরিত্যাগ করেছিলাম; ইন্দ্রিয়ের অভিলাষ দমন করতে চেষ্টা করিনি। ঈশ্বরের বাক্যের দীপ্তি (গীত. ১১৯:১০৫) ও ***ঈশ্বরীয়*** মঙ্গলভাবের বিপরীতে পাপে জড়িয়ে পড়েছিলাম; পবিত্র আত্মাকে দুঃখিত করাতে (ইফিষীয় ৪:৩০) তিনি আমাকে ত্যাগ করেছেন। ***শয়তানের*** সঙ্গে প্রণয় করাতে সে আমাকে পেয়ে বসেছে। *ঈশ্বরকে* ক্রুদ্ধ করাতে তিনিও আমাকে পরিত্যাগ করেছেন। হৃদয় এমন কঠিন হয়ে গিয়েছে যে, আর অনুতাপের উদ্রেক হয় না।

খ্রীষ্টিয়ান তা শুনে ***অর্থকারককে*** জিজ্ঞেস করল, "মহোদয়, এ রকম লোকের কি কোন আশা ভরসা আর নেই? ***অর্থকারক*** বললেন, "ওকেই জিজ্ঞেস কর না?"

তখন *খ্রীষ্টিয়ান* খাঁচার লোকটাকে জিজ্ঞেস করল, "আর কি তোমার কোন আশা ভরসা নেই, — চিরকাল কি তোমাকে নিরাশারূপ খাঁচায় বদ্ধ থাকতে হবে?"

নিরাশ— না; আর কোন আশা নেই।

খ্রীষ্টিয়ান— সে কি, — সেই ***পরমধন্যের*** পুত্র তো বড় দয়ালু!

নিরাশ— তা ঠিক, কিন্তু আমি নিজে ***তাঁকে*** দ্বিতীয়বার ক্রুশে দিয়েছি (ইব্রীয় ৬:৬), ***তাঁকে*** তুচ্ছ ও অগ্রাহ্য করেছি (লুক ১৯:১৪)। আমি ***তাঁর*** ধার্মিকতা পদদলিত করেছি, ***তাঁর*** রক্ত হেয়জ্ঞান করেছি, অনুগ্রহের আত্মার অপমান করেছি (ইব্রীয় ১০:২৮, ২৯)। এইভাবে আমি নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা থেকে বঞ্চি ত করেছি। আর এখন আমার সামনে কেবল বিচারের ভয়ঙ্ক র প্রতীক্ষা; এবং বিপক্ষ যে আমি, আমাকে গ্রাস করতে উদ্যত অগ্নির চণ্ড তা; এ ছাড়া আর কিছু নেই।

খ্রীষ্টিয়ান— কিসের লোভে এমন দুর্দশা ঘটিয়েছ?

নিরাশ— এই জগতের সুখাভিলাষ, আমোদ-প্রমোদ ও ধনের লোভে। মনে করেছিলাম, এ সব ভোগ করে বিপুল আনন্দ লাভ করতে পারব; কিন্তু এ সবই এখন জ্বালাদায়ী কীটের মত দংশন করে আমার প্রাণ ঝালাপালা করে তুলেছে।

খ্রীষ্টিয়ান— অনুতাপ করে মন ফেরাও না কেন?

নিরাশ— ***ঈশ্বর*** আমাকে অনুতাপে বঞ্চিত করেছেন; ***তাঁর বাক্য*** থেকেও বিশ্বাস করবার রসদ খুঁজে পাই নে। কারণ ***তিনি স্বয়ং*** আমাকে এই লোহার খাঁচায় আবদ্ধ রেখেছেন।

জগতের সমস্ত লোক একত্রে চেষ্টা করলেও আমাকে এই খাঁচা থেকে মুক্ত করতে পারবে না। হায়রে, অনন্তকাল! কী করে অনন্তকাল এই দুঃখভোগ করব?

তখন ***অর্থকারক খ্রীষ্টিয়ানকে*** বললেন, "এই লোকটার দুর্দশার কথা মনে রেখে সব সময় সাবধান থেকো।"

খ্রীষ্টিয়ান— ওহ্! এ বড় সাংঘাতিক অবস্থা! ***ঈশ্বর*** অনুগ্রহ করুন, যেন আমি জাগ্রত, সতর্ক ও প্রার্থনাশীল থাকতে পারি, কখনও এমন দুর্দশাগ্রস্ত না হই। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ; এখন আমি আসতে পারি কি?

অর্থকারক— আর একটু অপেক্ষা কর। আর একটা বিষয় তোমাকে দেখাব, তার পর যাত্রা কোরো।

অর্থকারক তাকে হাত ধরে অন্য একটা ঘরে নিয়ে গেলেন। প্রবেশ করেই ***খ্রীষ্টিয়ান*** দেখল, একটা লোক ঘুম থেকে উঠে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে কাপড় পরছে। সে জিজ্ঞেস করল, "লোকটা এমন কাঁপছে কেন?" ***অর্থকারক*** নিজে কিছু না বলে, সেই লোকটাকেই কম্পনের কারণ বলতে আদেশ দিলেন। সে বলল, "এইমাত্র স্বপ্ন দেখলাম, যেন আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেছে, ভয়ঙ্কর শব্দে মেঘগর্জন ও বজ্রপাত হতে শুরু করেছে; এতে আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। স্বপ্নে আরও দেখলাম, প্রচণ্ড বেগে বাতাস এসে মেঘগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে লাগল। দেখতে দেখতে আকাশমণ্ডল অগ্নিময় হয়ে উঠল, মুহুর্মুহু তুরীর গম্ভীর আওয়াজ কানে আসতে লাগল, এমন সময়ে অগ্নিময় বস্ত্র পরিহিত, হাজার হাজার স্বর্গীয় সৈন্য পরিবেষ্টিত এক ***মহাপুরুষকে*** মেঘরথে দেখতে পেলাম; আর এই মহাআদেশ শুনতে পেলাম, "হে মৃত লোকেরা, তোমরা উঠে এই বিচারস্থানে এসো।" তখন পাহাড় ফেটে গেল, মৃত লোকেরা কবর থেকে উঠে বাইরে বেরিয়ে এল। — এমন সময় আসছে, "যখন সমাধিস্থ সকলে তাঁর (খ্রীষ্ট যীশুর) কণ্ঠস্বর শুনে বেরিয়ে আসবে বাইরে। যারা সৎকর্ম করেছে, তাদের পুনরুত্থান হবে জীবনে উত্তরণের জন্য; আর যারা দুষ্কর্ম করেছে, তারা পুনরুত্থিত হবে দণ্ডাজ্ঞার জন্য" (যোহন ৫:২৮, ২৯)।

"তখন প্রভু যীশু স্বর্গ হতে আপন শক্তির দূতগণের সাথে জ্বলন্ত অগ্নিবেষ্টনে প্রকাশিত হবেন; এবং যারা ঈশ্বরকে জানে না ও যারা আমাদের প্রভু যীশুর সুসমাচারের আজ্ঞাবহ হয় না, তাদের সমুচিত দণ্ড দেবেন। তারা প্রভুর মুখ থেকে ও তাঁর পরাক্রমের প্রতাপ থেকে সেদিন অনন্তকালস্থায়ী বিনাশরূপ দণ্ড ভোগ করবে" (২থিষলনীকীয় ১:৮, ৯)।

"পরে আমি বিরাট এক শ্বেত সিংহাসনে সমাসীন একজন পুরুষকে দেখলাম। তাঁর সম্মুখ থেকে পৃথিবী ও আকাশমণ্ডল অন্তর্হিত হল, তাদের জন্য আর কোন স্থান রইল না। আমি দেখলাম, ক্ষুদ্র ও মহৎ নির্বিশেষে সমস্ত মৃত ব্যক্তি সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। তখন কয়েকটি গ্রন্থ খোলা হল। তার পর আর একটি গ্রন্থ, অর্থাৎ জীবন-পঞ্জি খোলা হল। ঐ

গ্রন্থাবলিতে লিখিত মৃত ব্যক্তিদের কার্যকলাপের বিবরণ অনুযায়ী তাদের বিচার হল। . . . জীবন-পঞ্জিতে যার নাম ওঠেনি, তাকে অগ্নিহ্রদে নিক্ষেপ করা হল" (প্রকাশিত. ২০:১১-১৫; এ ছাড়া ১করিন্থীয় ১৫:৫১-৫৮ ও যিহূদা ১:১৪, ১৫ পদও দেখুন।) তাদের অনেকে আনন্দে আকাশের দিকে তাকাল;আবার অনেকে ভয়ে পর্বতের আড়ালে লুকোবার চেষ্টা করল। গীত. ৫০:১-৩, ২২;মীখা ৭:১৬, ১৭;প্রকাশিত. ৬:১৫-১৭ দেখুন।

তখন দেখলাম, মেঘরথে আরূঢ় ***মহাপুরুষ*** একখানা পুস্তক খুলে পৃথিবীর সমস্ত লোককে আপনার কাছে আসতে আদেশ দিলেন। আর হঠাৎ এক ভয়াবহ জ্বলন্ত অগ্নিশিখা বেরিয়ে এসে, ***মহাপুরুষের*** সম্মুখে স্থির হয়ে জ্বলতে লাগল, ফলে বিচারক ও বিচারাধীন লোকদের মধ্যে যতটা ব্যবধান থাকা প্রয়োজন, তা বজায় থাকল। "আমি তখনও দেখছি,কয়েকটি সিংহাসন এনে রাখা হল। তার একটিতে এসে বসলেন একজন , যিনি অনাদি অনন্তকাল ধরে আছেন। . . . তাঁর সিংহাসনটা আগুনের শিখার মত জ্বলছে। সিংহাসনটি রাখা আছে জ্বলন্ত চাকার উপর। স্রোতের মত আগুন বেরিয়ে আসছে সেখান থেকে। হাজার হাজার লোক তাঁর সেবায় ব্যস্ত। লক্ষ লক্ষ লোক তাঁর আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। শুরু হল বিচারসভা। সব নথিপত্র খোলা হল" (দানিয়েল ৭:৯, ১০। এর সঙ্গে মালাখি ৩:২, ৩ দেখুন।) তখন মেঘরথে আরূঢ় ব্যক্তি তাঁর অনুচরবর্গকে বললেন, 'তোমরা শ্যামাঘাস, তূষ, ও নাড়া একত্র করে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দাও'। আদেশ করতে না করতে একটা অতলস্পর্শ গর্তের সৃষ্টি হল। সে আবার কোথায়? আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, তারই কাছে। আর সেই গর্ত থেকে হু-হু শব্দে ধোঁয়া, ও জ্বলন্ত আগুন বের হতে লাগল। তখন ***মহাপুরুষ*** অনুচরবর্গকে আদেশ দিলেন, 'আমার গম গোলাঘরে জমা কর';(মালাখি ৪:১;মথি ৩:১২;১৩:৩০ দেখুন।) দেখলাম, আদেশ দেওয়ামাত্র অনুচরেরা অনেককে এনে মেঘে উঠিয়ে দিলেন;যেমন লেখা আছে "যখন উচ্চারিত হবে ঐশী আদেশ, ধ্বনিত হবে প্রধান দূতদের আহ্বান, নিনাদিত হবে ঈশ্বরের তূরীধ্বনি, তখন প্রভু স্বয়ং স্বর্গ থেকে অবতরণ করবেন, এবং খ্রীষ্টাশ্রিত মৃতেরা প্রথমে পুনরুত্থিত হবে। তার পরে অবশিষ্ট আমরা যারা জীবিত থাকব, তারা অন্তরীক্ষে প্রভুর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য তাঁদের সঙ্গে মেঘযোগে উন্নীত হব, এবং চিরকাল প্রভুর কাছে থাকব" (১থিষলনীকীয় ৪:১৬, ১৭)। একা আমিই পড়ে রইলাম। আমি লুকোতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না;কারণ মেঘরথে আরূঢ় ***মহাপুরুষ*** আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। জীবনের সমস্ত পাপ তখন আমার মনে আসতে লাগল, আবার আমার বিবেকও আমাকে দোষী করতে লাগল; যেমন শাস্ত্র বলে, "তাদের আচরণেই প্রকাশ যে, ব্যবস্থার নির্দেশ তাদের হৃদয়ফলকে উৎকীর্ণ হয়েছে। তাদের বিবেকই তার সাক্ষী, কারণ এই বিবেকই তাদের পক্ষে কিংবা বিপক্ষে, সেই দিন সাক্ষ্য দেবে" (রোমীয় ২:১৫)। ভয়ে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল।"

খ্রীষ্টিয়ান লোকটাকে জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু এ স্বপ্নে এত ভয় পেলে কেন?"

সে বলল, "মশায়, আমার মনে হচ্ছিল, বিচারের দিন এসে পড়েছে, কিন্তু আমি যে অপ্রস্তুত, তাই ভয় পেয়েছিলাম। আবার দেখুন, দূতেরা অনেককে নিয়ে গেলেন, কেবল আমাকে নিলেন না। আর আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, তারই কাছে নরক-কুণ্ডের মুখ খুলে গেল। আমার বিবেকও আমাকে যাতনা দিতে লাগল। আবার মনে হল, যেন *বিচারকর্তা* আমার দিকে সক্রোধে তাকিয়ে আছেন; তাই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম ও মনে দুঃখও হয়েছিল।"

অর্থকারক, খ্রীষ্টিয়ানকে জিজ্ঞেস করলেন, যা কিছু দেখলে তা ভেবে দেখেছ তো?

খ্রীষ্টিয়ান— হ্যাঁ দেখেছি। এতে মনে ভয় ও ভরসা দু-ই হয়েছে।

অর্থকারক — বেশ! এ সব শিক্ষা তোমার মনে জাগ্রত থাকুক ও তোমার চলার পথের পাথেয় হোক।

তখন ***খ্রীষ্টিয়ান*** কোমর কসে বেঁধে যাত্রা করতে প্রস্তুত হল। ***অর্থকারক*** আশীর্বাদ করে বললেন ***খ্রীষ্টিয়ান***, শান্তিকর্তা স্বয়ং সঙ্গে সঙ্গে থেকে তোমাকে রাজধানীর পথে পরিচালিত করুন।"

খ্রীষ্টিয়ান এই গান গাইতে গাইতে পথে চলতে শুরু করল —

দেখেছি আশ্চর্য বিষয় এখানে বিস্তর,
মনোরম, উপকারী, আবার ভয়ংকর।
মেনে চলতে হবে সব নির্দেশ তাঁর,
স্মরণে রাখব, করব না কভু পরিহার।
বিজ্ঞ, সজ্জন অর্থকারকের প্রতি,
সদা কৃতজ্ঞ থাকি যেন, এই মোর মিনতি।